দৈনিক বাংলা

তারিখ 11/11/83
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

141

মতামত যাচাইয়ে প্রশ্নমালাসহ শিক্ষানীতি পুনঃপ্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে মতামত যাচাইয়ের জন্য এক প্রশ্নমালা প্রস্তুত করেছেন।

এই প্রশ্নমালা মুদ্রিত আকারে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। দেশের সকল বিভাগ, জেলা, থানা ও মহকুমা শিক্ষা অফিসে এই প্রশ্নমালা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আগ্রহী ব্যক্তিরা মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ (নিয়েপার), ধানমন্ডি, ঢাকা-৫ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে প্রশ্নমালা পেতে পারেন।

প্রশ্নমালার ভূমিকায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা এবং একটি উন্নয়নকামী দেশে নতুন সমাজ নির্মাণে কৃষি শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টিতে ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ভূমিকায় আরো বলা হয়, সামাজিক চাহিদা পূরণে বর্তমান শিক্ষা ব্যব-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

মতামত যাচাই

(১ম পৃঃ পর)

স্থার ব্যর্থতা ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা দূর না হলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই বিপজ্জনক।

এই অবস্থার সংশোধন করে একটি সাক্ষর, কর্মমুখী সমাজ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য কতগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা মোট পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। এগুলো হল : প্রাথমিক স্তর, প্রস্তুতি পর্ব, মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

শিক্ষার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য : আত্মবিকাশ ও কর্ম সংস্থান। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দুটি উদ্দেশ্যই দুঃখজনকভাবে ব্যাহত। শুধুমাত্র অপচয় ও অসারতা নয়, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একটি উন্নয়নকামী দেশে নতুন সমাজ নির্মাণে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শিক্ষা তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়, ৫ম শ্রেণীতে এসে তাদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও কমে দাঁড়ায়।

৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীতে আসিতে আসতে সংখ্যা দাঁড়ায় অর্ধেকেরও কম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে শেষ পর্যন্ত ৩০ হতে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী। দেশের সর্বমোট ৮০/৮২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ লাভ করে আনুমানিক মাত্র হাজার বিশেক ছাত্রছাত্রী।

যারা শিক্ষিত অর্থাৎ ১২ বছর বা ততোধিক সময় ধরে শিক্ষা লাভ করেছে তাদের মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৪০ ভাগ লোক বেকার। এর প্রধান কারণ এ সব শিক্ষার সঙ্গে কর্ম জগতের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। দেশ ও সমাজের জন্য মানব সম্পদের এমন অপচয় অত্যন্ত হতাশাজনক। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির অব্যবস্থা, নৈরাজ্য ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার এই সম্পর্কহীনতা বিদূরিত না হলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই বিপদজনক।

একটি সাক্ষর কর্মমুখী সমাজ গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঢালাই করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের ভিত্তিতে কতগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও জাতির প্রয়োজনের উপরেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রথম ১২ বছরের শিক্ষা কাঠামো ও বিভিন্ন স্তর নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হল। (অসমাপ্ত)

প্রথম ১২ বছরের শিক্ষা-কাঠামো ও বিভিন্ন স্তর নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হল।

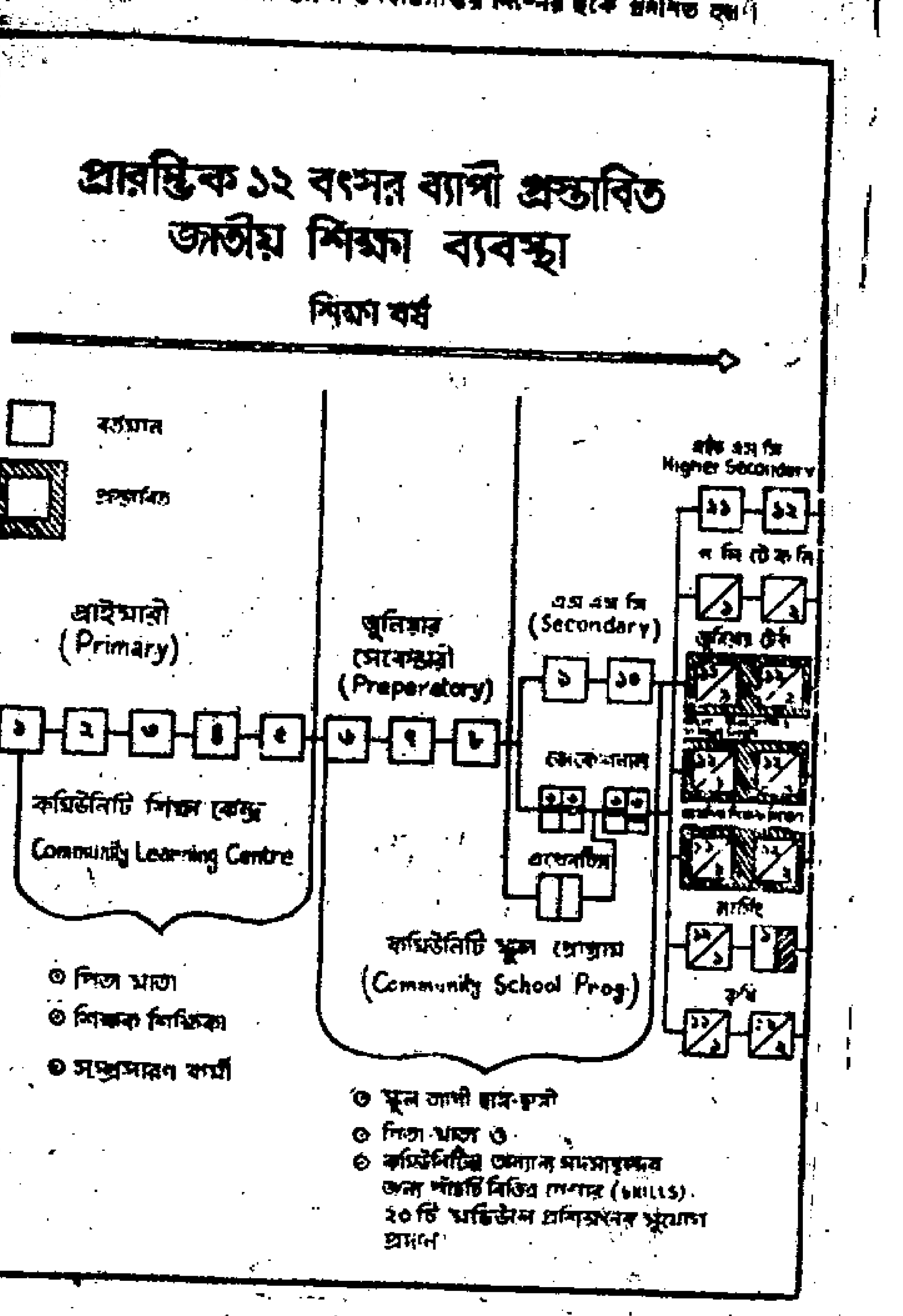

মতামত যাচাইয়ে প্রশ্নমালাসহ শিক্ষা নীতি পুনঃপ্রকাশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১২। আপনি কি মনে করেন যে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা জোরদার করার জন্য রেডিও, টেলিভিশন ও ডাক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান। 'দূর-শিক্ষণ' কর্মসূচী প্রবর্তন করা প্রয়োজন?

প্রস্তুতিপর্ব, মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

১। (ক) আপনি কি মনে করেন যে, মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সময়কে 'প্রস্তুতি পর্ব' হিসাবে গণ্য করে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (বর্তমানে যেরূপ আছে) হিসাবেই চালু রাখা সমীচীন?

২। প্রস্তুতি পর্বের শিক্ষা প্রধানত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—
ক। নাগরিক জ্ঞানের বিকাশ
খ। ভাবী পেশা সম্পর্কে প্রস্তুতিমূলক জ্ঞান লাভ।
গ। ভিন্নমত।

৩। আপনি কি মনে করেন, প্রকৃত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হওয়া প্রয়োজন?

৪। কেবলমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা উচিত বলে মনে করেন কি?

৫। দশম শ্রেণীর পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যবস্থা—
ক) সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
খ) কেবল মেধাবী ছাত্রের জন উন্মুক্ত থাকবে।
গ) শ্রেণীর মান ও সংস্থান জাতীয় প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
ঘ) ভিন্নমত।

৬। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বহুমুখী বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য প্রারম্ভিকভাবে প্রতি থানায় একটি বিদ্যালয় নির্বাচিত করা উচিত এবং পরবর্তী পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অনুরূপভাবে প্রতি থানায় গড়ে পাঁচটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক মনে করেন কি?

৭। বর্তমানে চালুরত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির সুবিধার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।
ক) হাঁ।
খ) না।
গ) ভিন্নমত।

মতামত যাচাইয়ে প্রশ্নমালাসহ শিক্ষা নীতি পুনঃপ্রকাশ

[illegible] (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১। প্রকৌশল [illegible] পলিটেকনিক [illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] বৃন্দের [illegible] দেওয়া যায় কি [illegible]

১২। বর্তমানে সকল [illegible] গরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে [illegible] নিরসনের জন্য নীচের ব্যবস্থাটি উত্তম বলে করেন?
(ক) উচ্চহারে প্রারম্ভিক বেতন নির্ধারণ।
(খ) ডিগ্রী লাভের পর অন্তত দুই বৎসরের মধ্যে বিদেশ গমন নিষিদ্ধকরণ।
(গ) উপরের দুইটি অভিন্ন মত।

১৩। দেশের ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের উন্নতিকল্পে নীচের কোন ব্যবস্থাটি যুক্তিযুক্ত মনে করেন?
(ক) কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে শিক্ষাক্রমের সংস্কার ও উন্নয়ন।
(খ) উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।
(গ) ভিন্নমত।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১। শিক্ষার প্রস্তুতি পর্বে অষ্টম শ্রেণীর শেষে স্কুলত্যাগী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কমিউনিটি স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেড শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে যুক্তি

[illegible] শিক্ষা ব্যব- [illegible], যেমন: [illegible] প্রাথমিক ও উচ্চ [illegible] স্তরে নৈতিক [illegible] মূল্যবোধ এবং কর্ম- [illegible] প্রস্তুতি স্তরে নাগরিকতা [illegible] চরিত্রগঠনমূলক এবং প্রস্তুতি [illegible] প্রাক-বৃত্তি শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। প্রস্তুতি স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে এ্যাপ্রেন্টিশীপ এবং ভোকেশনাল কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা মত পছন্দমত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরের দিকে যেতে পারবে অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তৃতীয়ত পড়াশুনার সময়ের মধ্যেও কিছু উপার্জন করার দক্ষতা ও সুযোগ লাভ করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত থাকবে:
(ক) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ
(খ) কারিগরি
(গ) সাধারণ ও কারিগরি উভয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব যোগ্যতা অর্জন।
(ঘ) ব্যবসা, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা।

[illegible] সরকারী ব্যয়ে শিশুদের মধ্যে আংশিকভাবে স্কুল পোশাক ও বইপত্র সরবরাহ।
গ উপরের দুটি/ভিন্নমত।

৩। আপনি কি মনে করেন যে, প্রাথমিক স্তরে শিশুদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দানের জন্য বর্তমান পরীক্ষা ও প্রমোশন নীতি আরো সহজ হওয়া উচিত?

৪। আপনি কি মনে করেন যে, প্রাথমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন করে ছাত্র-ছাত্রদের নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য জাতীয় নীতিমান ও আদর্শ চরিত্র ব্যক্তিদের জীবনী শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার?

৫। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে?

৬। আপনি কি মনে করেন যে, শিক্ষক অভিভাবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যালয়ের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহী ও সচেতন হবেন?

৭। অভিভাবক ও শিক্ষা দরদী সমাজ কর্মীদের শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুলে-